দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 SEP 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

সিএসআর থেকে শিক্ষা খাতে ব্যয় ২৩৪ কোটি টাকা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

করপোরেট স্যোসাল রেসপন্সিবিলিটির (সিএসআর) আওতায় শিক্ষাখাতে ২৩৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। গত দেড় বছরে এ অর্থ ব্যয় করা হয়। গত বৃহস্পতিবার 'দ্য ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ডিজিটাল এডুকেশন' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের এক অনুষ্ঠানে তিনি এ তথ্য জানান। এ সময় দেশি-বিদেশি বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গভর্নর বলেন, সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তাদের মোট সিএসআর ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ রাখতে নির্দেশনা রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো, চর ও হাওর এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান। তিনি বলেন, গত পহেলা জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত শিক্ষাখাতে মোট সিএসআর ব্যয় হয়েছে ২৩৪ কোটি টাকা।

ড. আতিউর রহমান বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেবল তার নিজস্ব কর্মীদের তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন সফটওয়্যার এবং খাত সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েই ডিজিটাইজেশনে অবদান রাখেনি বরং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সিএসআর তহবিল এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সিএসআর তহবিলের সহায়তায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানকে তাদের কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করতে এবং ল্যাপটপ, ট্যাব এসব দিয়ে সাহায্য করেছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে মোবাইলভিত্তিক আর্থিক সুবিধার মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৪৬০ কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে। যার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কাছে ঝামেলামুক্ত শাখা-বিহীন ব্যাংকিং সুবিধা পৌছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। বয়স্ক ও স্কুলের ছেলেমেয়েসহ জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি প্রকল্পের আওতায় সমর্থন পাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় চালু হওয়া স্কুল ব্যাংকিং-এর প্রক্রিয়া যেখানে মাত্র ১০০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুবিধা দেয়া হয়েছে, তা লাখো তরুণ-শিশুদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে।